সূরা ১০৪ ঃ হুমাযাহ, মাক্কী	١٠٤ – سورة الهمزة، مَكِّيَّةٌ
(আয়াত ৯, রুকূ ১)	(اٰيَاتُهَا : ٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,	١. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
(২) যে অর্থ জমায় ও তা গুণে গুণে রাখে।	٢. ٱلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُۥ
(৩) সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।	٣. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ
(৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।	٤. كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ
(৫) হুতামা কী, তা কি তুমি জান?	٥. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ

(৬) ওটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন -	٦. نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ
(৭) যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।	٧. ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ
(৮) নিশ্চয়ই ওটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে,	٨. إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ
(৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।	٩. فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ.

‘*আল-হামায*’ শব্দটি বলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং ‘*আল-লামায*’ শব্দটি তা কার্যকর করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় এবং অন্যের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে। এর বর্ণনা هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ *(পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়)* (সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ১১) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল খোঁটাদানকারী এবং গীবতকারী। (তাবারী ২৪/৫৯৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, هُمَز এর অর্থ হল হাত এবং চোখ দ্বারা কষ্ট দেয়া এবং لُمَز এর অর্থ মুখ বা জিহ্বা দ্বারা কষ্ট দেয়া। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়নি।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ

যে সম্পদ পুঞ্জীভুত এবং সংরক্ষিত করে রাখছিল। (সূরা মা‘আরিজ, ৭০ ঃ ১৮) (তাবারী ২৪/৫৯৮, কুরতুবী ২০/১৩৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ)

বলেন ঃ সারাদিন সে অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্য নিজেকে এখানে ওখানে নিয়োজিত রাখল এবং রাতে পচা গলা লাশের মত পড়ে রইল।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ** সে মনে করে যে, তার ধন সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে। না, কক্ষনো না। সে যা ধারনা করেছে তা নয়। অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। হে নাবী! তুমি কি জান হুতামাহ কি? তা তুমি জাননা। তা হল আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা এর বাসিন্দাকে গ্রাস করবে। জ্বালিয়ে তাদেরকে ভস্ম করে দিবে, কিন্তু তারা মৃত্যুবরণ করবেনা। সাবিত বানানী (রহঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করে যখন এর অর্থ বর্ণনা করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন ঃ 'আল্লাহর আযাব তাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।' মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ প্রজ্জ্বলিত আগুন বক্ষস্থিত সবকিছু ছেয়ে ফেলে এবং কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার পৌঁছে। (কুরতুবী ২০/১৮৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ. فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ** এ আগুন তাদের উপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে। সূরা 'বালাদ' এর তাফসীরেও এ ধরণের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ এর ব্যাখ্যায় আতিয়া আল আউফী (রহঃ) বলেন, উহা হল লোহার স্তম্ভ বা খুটি। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, উহা আগুনের তৈরী। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ স্তম্ভের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করবেন যেন কোনভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। তাদের ঘাড়সমূহ শিকলে আবদ্ধ থাকবে এবং ওখান (জাহান্নাম) থেকে বের হয়ে আসার পথ তাদের সামনে রুদ্ধ করে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/৬০০)

সূরা হুমাযাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।